65

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 APR 1995
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের রশি টানাটানির শিকার আড়াই হাজার শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের রশি টানাটানির শিকার এখন দেশের প্রায় আড়াই হাজার উচ্চ শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স প্রথম পর্বের পরীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে এ রশি টানাটানি করছে বিগত দু'বছর ধরে। এসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার দায়িত্ব একে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। এদিকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা দু' বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে ছোটাছুটি করছে। ইতোমধ্যে তাদের শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে গেছে দু'টি বছর। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স প্রথম পর্বের '৯১ সালের পরীক্ষা '৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। রেজাল্ট প্রকাশিত হয় '৯৪ সালের ডিসেম্বরে। এদিকে '৯১ সালের পর বিভিন্ন কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে '৯১ সালের পরীক্ষা '৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে '৯৪ সালে ফল প্রকাশের আগেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী ব্যাচের পরীক্ষা নিয়ে নেয়। ফলে '৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফেল করা আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়। অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে তারা। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরও একটি ব্যাচের পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, যা চলতি বছর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম এ প্রথম পর্বের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ফরম পূরণ শুরু হবে আগামী সপ্তাহে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অকৃতকার্য আড়াই হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনীহা প্রকাশ করছে। অকৃতকার্যদের ফরম পূরণের সুযোগ দেয়া হলেও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীর অনেকে দেরিতে ফল প্রকাশ হওয়ায় তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি। ফরম পূরণের সুযোগ পেলেও তাদের জটিলতা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আলাদাভাবে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নিতে রাজি নয়।

এ ব্যাপারে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে যোগাযোগ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান জানান, এসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বক্তব্য নেই। পূর্বের রেগুলেশন অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় '৯১ সালের পর কোন পরীক্ষা নেবে না। তখনকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সব পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেয়ার কথা।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই করবে। এভাবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের রশি টানাটানির কারণে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সারা দেশের বিভিন্ন কলেজের আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী।